

# ওহে যারা পেছনে বসে থাকো

## আবু'উবায়দাহ আল- হাদরামি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহাবিশ্বের প্রতিপালক, শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ(সাঃ) এর প্রতি, তার পরিবারের প্রতি, তার সাহাবাগণের প্রতি এবং বিচার দিবস পর্যন্ত তার পথের অনুসারীদের প্রতি ।

আমি তোমাদের জন্য জিহাদ আদায়ে ভালোবাসা এবং মায়ার দরুন কিছু বিনয়ী উপদেশ উপস্থাপন করছি । জিহাদ একটি উত্তম ইবাদাত এবং এর রয়েছে অগণিত প্রতিদান । যারা খাস নিয়তে জিহাদ করে আল্লাহ তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং উঁচু পদমর্যাদা প্রস্তুত করে রেখেছেন । হে মুসলিম ভাই, যুদ্ধ করা মনের জন্য অপছন্দনীয়, যেমন আল্লাহ বলছেনঃ

“তোমাদের জন্য কিতাল ফরয করা হয়েছে যদিও তোমরা তা পছন্দ কর না”

কিন্তু একজন মুসলিম যখন তা পালন করে তখন সে ইহাকে শান্তিময় ও পর্যটনের উৎস হিসেবে পায় । আমাদের প্রিয় নবী(সাঃ) বলেছেনঃ

“আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ(জিহাদ) কর, কারণ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ জান্নাতের দরজাসমূহের একটি, আল্লাহ এর দ্বারা মানসিক চাপ ও বিষণ্ণতা দূর করে দেন”

জিহাদেই, এই দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ এবং আনন্দ অর্জিত হয় । ওহে যারা পেছনে বসে থাকো, নিজেকে জিহাদ করতে বল, নিজেকে প্রস্তুত কর, আমি তোমার জন্য ভয় করি যেন তোমার মনে নিফাকের(মুনাফিকি) কোন অংশ আছে । আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেনঃ

“যে এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে সে কখনও যুদ্ধ(জিহাদ) করেনি বা মনে জিহাদের আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করেনি সে নিফাকের একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল”

ওহে যারা জিহাদের ডাকে সাড়া দিতে অপারগ, ভেবে দেখ মুসলিম উম্মাহর অবস্থা এবং কত মর্যাদাহানি ও অপমানের মধ্য দিয়ে তাকে প্রতিনিয়ত যেতে হচ্ছে । কত শিশুরা এতিম হচ্ছেন, কত মহিলা বিধবা হচ্ছেন এবং তাদের সন্তান হারাচ্ছেন ? বৃদ্ধরা নিহত হচ্ছেন, মুজাহিদ্দীনরা কারাবন্দী হচ্ছেন । কি হল আমাদের মুসলিমদের অহংকার ও সম্মানের ? কেন তুমি এমনভাবে বসে আছ যেন কিছুই হচ্ছে না, বিলাসীতায় ডুবে আছ ?

আল্লাহর শপথ, তুমি সারা জাহানের প্রতিপালককে কি জবাব দেবে যখন তিনি তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন তাঁর এই আয়াত সম্পর্কেঃ

“এবং যদি দ্বীনের ব্যাপারে তারা তোমার সাহায্য চায়, এটা তোমার উপর দায়িত্ব যে তাদের সাহায্য করবে”

ওহে যারা জিহাদের ডাকে সাড়া দিতে অপারগ, তুমি কি এটা শুননি যে শয়তান কখনও ঘুমায় না? ইহুদী এবং নাসারাদের দিকে তাকাও । তারা দিন রাত কাজ করছে, নিজেদের সম্পদ উৎসর্গ করে দিয়ে তাদের বাতিল ধর্মের

সেবা করতে, যখন তুমি আমার একজন দীন ইসলামের ভাই, একমাত্র সত্য দ্বীনের অনুসারী হয়েও এর সহায়তায় প্রতারণা করছ। এটা আমার বোধগম্য হয় না যে এটা কি দুনিয়া এবং এর ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তির প্রতি তোমার ভালবাসা না কি মুজাহিদ্দীনদের জন্য থাকা উত্তম প্রতিদানের ব্যাপারে তোমার ঔদাসীন্য?

ওহে যারা জিহাদ উপেক্ষা করছ, জাহান্নামের আগুন অত্যন্ত তীব্র এবং এর গভীরতা অকল্পনীয়। যার মধ্যে থাকবে আল-জাব্বারের ক্রোধ! জাহান্নামের আগুন কুফরার এবং গুনাহগারদের জন্য। আর কোন ওজর ছাড়া জিহাদ উপেক্ষা করা হচ্ছে কবীরা গুনাহ। যারা এটি অবহেলা করে তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। মনে রেখ জাহান্নামে প্রবেশ করা এত সহজ নয়, আল্লাহ বলেনঃ

“তোমরা কি ভেবেছ যে এমনিই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, যদিও আল্লাহ এখনও পরীক্ষা করেননি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল”

ওহে যারা জিহাদ থেকে বিরত আছ, কাল তুমি আল্লাহর সামনে একলা দাঁড়াবে, মৃত্যুতে আতংকিত, কিন্তু সেদিন সেখানে কোন মৃত্যু থাকবে না। আল্লাহ তোমার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, কিভাবে তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে যখন তুমি প্রত্যক্ষ করছ যে তাঁর শরীয়াহ বাস্তবায়িত হচ্ছে না? তুমি কেন নির্বিকার ছিলে যখন কিছু নিকৃষ্ট প্রজাতি নবী(সাঃ) কে গালি দিচ্ছিল এবং অসম্মান করছিল? তুমি কি ধরনের মুসলিম? প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা নিজেকে এসব প্রশ্নের জন্য তৈরি রাখো এবং এগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো। আল্লাহ যেন আমাদের তাওফীক দান করেন তাতে যা তিনি পছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট। আল্লাহর অধিকারের ব্যাপারে এই কথাগুলো মনের উদাত্ততা থেকে লিখা হয়েছে।

“উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দাও। যে আল্লাহকে ভয় করবে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যে তা উপেক্ষা করবে সে নিতান্তই হতভাগ্য। সে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে”

এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ(সাঃ) এর প্রতি, তাঁর পরিবারের প্রতি, ও তাঁর সাহাবাগণের প্রতি, এবং সকল করুণা আল্লাহর পক্ষ থেকেই।